ch04-061.qxd 1/20/2007 10:05 PM Page 30

4

লিঙ্গ বৈচিত্রের – এর একটা দিক

মহিলাদের বলা হয় তারা সম্পর্ককেন্দ্রিক। এটা একটি ইতি বাচক গুন হিসাবে ধরা যেতে পারে। এই গুনের দ্বারা এবং চিন্তাধারার মাধ্যমে পরিবারের সার্থকতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনই বৃহৎ ভাবে একটি সমাজকে ধরে রাখার প্রয়াসও এর মধ্যে পাওয়া যায়। এই ভাবে সারা বিশ্বে একত্রীকরনের প্রয়াসও হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে মহিলাদের এই ইতি বাচক গুনটি HIVAIDS এর ক্ষেত্রে ধাক্কা খেয়ে তাদের দিকেই ধেয়ে আসে।

কোন যৌক্তিকতা দিয়েই এটা প্রামান করা যাবেনা যে কেন এইচ আই ভি/এইড্স এর শুরুর বছর গুলিতে গবেষনা, বিশ্লেষন সবটাই প্রায় ধরে নিয়েছিল যে এই রোগ কেবল মাত্র সমকামি পুরুষদেরই হয়ে থাকে। এটা ধরা হয়নি যে মহিলারাও এই রোগের দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত হতে পারে।

এই ভ্রান্ত যুক্তির কারনে এইচ আই ভি/এইড্স আক্রান্ত মহিলাদেরজন্য কার্য সূচি অথবা কর্মপন্থা অনেক স্বার্থ।

সারা বিশ্বের জন্য এটা একটা আতঙ্কের বিষয়, কেন না এটা প্রমানিত যে সারা বিশ্বের এইচ আই ভি/এইড্স পীড়িত দের মধ্যে অর্ধেক সংখ্যাই মহিলাদের। ২০০৬ সালে প্রকাশিত বিশ্ব এইড্স মহামারীর বিবরন অনুযাই প্রায় ৩৪মিলিয়ন PLHA দের মধ্যে (১৫ বছরের উর্দ্ধে) ১৭.৩ মিলিয়ন অর্থাৎ প্রায় ৫১% মহিলা।

বিশ্বে ৬০ % PLHA দের মধ্যে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স্ক সবই মহিলা। আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলে যেখানে এইড্স এর ব্যাপকতা প্রবল, সেখানে ৪জন PLHA র মধ্যে ৩ জনই মহিলা।

বোতসোয়না এবং সোয়াজি ল্যান্ডের রাজধানীতে গর্ভবতী মহিলাদের এক তৃতীয়াংশ (১৫-২৪) এইচ আই ভি পজিটিভ প্রজনন ক্ষমতার অধিকারী এই সব যুবতী মহিলারা সংক্রমনের আওতায় পড়ে। ভবিষ্যত মহামারীর সাথে কিন্তু এই ক্রম বর্ধমান পীড়িতের হার অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত

ch04-061.qxd 1/20/2007 10:08 PM Page 32

HIV/AIDS এর সহজ শিকার মহিলারাই কেন হয়?

শারীরিক গত কারণে ঝুঁকি বেশি

বৃহৎ সংখ্যক মহিলা PLHA দের অনুযায়ী বহু গামিতাই যৌন রোগ সংক্রামনের প্রধান কারণ শারীরিকগত কারণেই মহিলারা সহজেই আঘাত প্রাপ্ত হয়। বেশ কিছু গবেষণায় প্রমাণিত যে অসুরক্ষিত যৌন সংসর্গের ফলে মহিলাদের দ্বারা পুরুষের রোগ সংক্রামন ঘটে।

পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে HIV/AIDS মহামারী দ্রুত বাড়ছে। (সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যান্ড প্রিভেনশান) CDC, USA এর গবেষণা অনুযায়ী ২০০১ সালের নতুন HIV পজিটিভ সংক্রামিত ব্যক্তিদের মধ্যে অর্ধেকই কিশোরি - ভারতে এটা অংশগত ভাবে সত্যি এখানে বহুগামিতার জন্যই বৃহৎ সংখ্যায় এইচ আই ভি সংক্রামিত হয়।

ভারতের শতকরা ৪০ শতাংশ মহিলাই এই রোগের সংক্রামণে পীড়িত। এদের মধ্যে অধিকাংশেরই নিজের স্বামী ছাড়া আর কোন যৌন সঙ্গী নেই। অতএব মহিলারা নিজের স্বামীর দ্বারাই এই রোগে আক্রান্ত হয়।

www.health.state.ny.us

মহিলারা যারা ঘরেই অত্যাচারের স্বীকার হন, তারাই বেশী এইচ আই ভি বিষাণুতে আক্রান্ত হচ্ছেন।

না বলার অধিকার নেই

ভারতসহ অধিকাংশ দেশে সমাজ চালিত হয় গৃহপতি (অর্থাৎ পিতৃত্বের অধিকারে যে পুরুষ পারিবারের কর্তা হয়) দ্বারা । সম্পর্ক এবং অধিকারের বৈষম্য সৃষ্টি করা হয় লিঙ্গ ভেদে। এই অসমতার অনেক ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি আছে - যেমন চাকরী, শিক্ষা, দাম্পত্য সম্পর্কের পছন্দ বিশেষ করে যৌন সঙ্গী পছন্দের। সমাজে মহিলাদের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পছন্দই কার্যকরী হয় না যৌন সম্পর্ক বা বিবাহ সম্পর্কেও না।

এমন কি পুরুষদের কন্ডোম ব্যবহার করবার জন্য জোরাজুরি করার অধিকারও তারা পায়না, এইচ আই ভি সংক্রামণ রোধের জন্য বিবাহিত জীবনেও তারা কোন স্বাধীনতা অবলম্বন করতে পারে না। মহিলাদের মধ্যে ক্রম বর্ধমান এইচ আই ভি পজিটিভ সংক্রামণের কারণ হিসেবে এটা বলা চলে।

জাম্বিয়ার একটা তথ্য থেকে জানা যায় সেখানে মাত্র শতকরা ১১% মহিলারা বিশ্বাস করে যে স্বামীদের কন্ডোম ব্যবহার করার কথা বলার অধিকার আছে। এমন কি সে যদি আবিশ্বাসী বা এইচ আই ভি পজিটিভ প্রমাণিত হয়, তবুও। এর ফলেই মহিলাদের এইচ আই ভি পজিটিভ এ আক্রান্ত হবার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে । তাদের সাথে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যেও এই রোগ ছড়াচ্ছে। অনেক সমাজে পুরুষদের দাম্পত্য বিশ্বাসঘাতকতা মেনে নেয় কিন্তু যে মহিলাদের অনেক যৌন সঙ্গী থাকে তাদের কলঙ্কীনি বলে। দুর্ভাগ্যবশত খালি বিশ্বাসই একজন মহিলাকে রক্ষা করতে পারে না যদি না তার স্বামী তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে। প্রায়ই এটা দেখা যায় একটি মহিলা যদি জানতে পারে সে HIV পজিটিভ সাধারণত গর্ভবতী হবার পর তাকে বিশ্বাষঘাতিকা বলা হয়। অথচ তার স্বামী নিজেকে HIV পরীক্ষা করাতে অস্বীকার করে। মহিলাকে তার স্বামীর ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং সমাজ থেকে সে

ch04-061.qxd 1/20/2007 10:09 PM Page 33

নির্বাসিত হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকাতে তাদের নিজের মা বাবার কাছে ফিরে আসতে হয়, যদি অবশ্য তারা তাকে গ্রহণ করে, অনেক সময় এরকম অবস্থা তাদের যৌনকর্মী হতে বাধ্য করে।

যৌনতার সাথে লেন দেন

সকলেরই জানা আছে দারিদ্রের জন্যই মহিলাদের গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয় এবং HIV পজিটিভ সংক্রামণের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। অনেক মহিলা শুধু ছেলে-মেয়ে নিয়ে বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই গণিকা বৃত্তি করে টাকা রোজগারের জন্য। তারা গ্রাহককে কন্ডোমের ব্যবহারের জন্য জোর করতে পারে না। এটা তাদের পক্ষে বিপদজ্জনক তো বটেই তাদের গ্রাহকদেরও বিরাট ঝুঁকি। যারা সেই সংক্রামক রোগের বীজ ঘরে নিয়ে গিয়ে পরিবারের মধ্যে ছড়াচ্ছে।

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে গণিকাবৃত্তি ও নারী পাচার ব্যাপক হারে হয়। যৌন সংক্রান্ত কাজ ভারতে সম্পূর্ণভাবে অবৈধ হবে না যতক্ষণ মহিলারা নিজের ইচ্ছায় এই বৃত্তি গ্রহণ করে। দারিদ্র্য বিবাহ বিচ্ছেদ ও জবরদস্তিই ভারতে মেয়েদের যৌনবৃত্তি করার প্রধান কারণ।

ভারত সরকার কড়া নিয়মে যৌন কর্মের ব্যাপার প্রচলিত করতে চাইলে যৌনকর্মীরা নিজেরাই সেটা বাধা দিয়েছে। যৌন কর্মীদের অভিযোগ, আইন, যৌন ব্যবসায় কাজ করার বদলে আরও লুকোচুরি বাড়িয়ে দেবে। যৌন কর্মীদের প্রতিষ্ঠান বলেছে এর ফলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা আনা এবং HIV/AIDS এর ব্যাপারে জাগরুক করা আরও কঠিন হয়ে যাবে। ভারতে এখনও পর্যন্ত যৌন সম্পর্কিত কাজ সামাজিকভাবে এক অন্ধকারময় দিক। ফলে যৌনকর্মীরা তাদের নিজেদের এবং তাদের ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে যেতে পারে না।

ভারতে যৌন কর্মীদের মধ্যে এইচ আই ভি এইড্স প্রতিরোধ সচেতনতার একটা বড় ভূমিকা আছে। মুম্বাইতে ভারতের বৃহত্তম যৌনকেন্দ্র। সেখানে যৌনকর্মীদের মধ্যে এইচ আই ভি এইড্স এর বিস্তৃতি ২০০০ সালে (NACO ২০০৪ পর্যন্ত ৫২ শতাংশ এর কম হয়নি। এর বিপরীত তামিলনাড়ুতে সচেতনতার চেষ্টা খুব বেশি ৮০-৯০ শতংশ। যৌন কর্মী বলেছে তারা কন্ডোমে ব্যবহারের ফলে এই রাজ্যে এইচ আই ভির হার ৯

www.health.state.ny.us

শতাংশ। ২০০৫ সালের তথ্য অনুযায়ী মাইসোরে শতকরা ২৬ শতাংশ যৌন কর্মী এইচ আই ভি পজিটিভ। এই রাষ্ট্রের প্রায় ৯১ শতাংশ যৌনকর্মী বলেছে তারা নিয়মিত গ্রাহকের সঙ্গে কখনই কন্ডোম ব্যবহার করে না। মাত্র ১৪ শতাংশ কন্ডোমের ব্যবহারের ওপরে জোর দেয়। এই সমস্যার সাথে মুকাবিলা করার জন্য রাজ্য সরকার যৌনকর্মীদের 'স্মার্ট কার্ড' দিয়েছে। এই কার্ডে তাদের চিকিৎসা বিষয়ক সব বিবরণ থাকে এবং কার্ড চালু রাখার জন্য তাদের তিন মাসে একবার ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য অবশ্যই যেতে হয়। এই কার্ডে খাদ্য দ্রব্য এবং কাপড় জামার উপরেও ছাড় পাওয়া যায়। এটা যৌন কর্মীদের আত্ম বিশ্বাস জাগিয়ে তুলে কন্ডোম ব্যবহারের জন্য গ্রাহককে রাজি করাতে পারে।

ভারতীয় প্রচেষ্টার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতার সোনাগাছি পরিকল্পনা। আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি লাভ করেছে এবং ১৯৯২ সালের এই পরিকল্পনা তাদের মানবাধিকার এবং স্বীকৃতি দান করেছে।

কন্ডোম ব্যবহারের গুরুত্ব এই পরিকল্পনার একটি স্তম্ভ বলা যেতে পারে। কন্ডোমের ব্যবহার বেড়ে ২৭ থেকে ৮২ শতাংশ হয়েছে ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত এবং ২০০১ সালে হয়েছে ৮৬ শতাংশ।

সোনাগাছির যৌন কর্মীদের মধ্যে এইচ আই ভির প্রকোপ কমে হল ১১ শতাংশ ২০০১ সালে। আরও কমে ৪ শতাংশের কম হল ২০০৪ সালে (NACO ২০০৪)

অপরাধ এবং সামাজিক আচার

সমাজের অধিক সংখ্যক গৃহপতিরাই স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে অপরাধের আরোপ আনে। মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা শক্তি কম থাকারও এটি একটি কারণ। ধর্ষণ বিয়ের আগে বা পরে এই অপরাধ একটা যেন সাধারণ ব্যাপার। এই অপরাধে এইচ আই ভি পজিটিভের বিস্তার ঘটছে। লিঙ্গের সমতার অত গুরুত্ব না থাকাতে ধর্ষণ বেড়ে চলেছে।

www.protectchoice.org

অন্যান্য কিছু ঘটনাও আছে যা এই রোগের বীজানুকে আরও ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে যেমন ভিত্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস একজন কুমারীর সঙ্গে যৌন ক্রিয়া করলে এইচ আই ভি এইড্‌স থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যেমন আফ্রিকার প্রচলিত নীতি মেয়েদের যৌনাঙ্গের পর্দা ছেদ।

কোন কোন দেশে এবং যুদ্ধ পীড়িত জায়গাগুলিতে, তার মধ্যে জিম্বাবুয়ে উগান্ডা এবং সুদানে এইচ আই ভি রোগ সংক্রামিত করার জন্যই মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়। এই ধর্ষণকে নৈতিক চরিত্রের পরিস্থিতি ভাবে ধরা যায়।

অবশ্যই যুদ্ধ পীড়িতরা বহুদিন ধরে এই রোগের বীজানু বহন করছে এবং অন্যান্যদের যে কোন রকম লড়াইয়ের থেকে এটা ভয়ানক।

মাতৃত্বের ভূমিকা

একজন এইচ আই ভি পজিটিভ মায়ের সন্তান জন্মের সময় শত করা ৩০% সম্ভাবনা থাকে সন্তানের শরীরে এইচ আই ভি সংক্রামণের। এই ঝুঁকি কমাতে পারা যায় গর্ভবতী থাকার সময়ে antiretroviral চিকিৎসার দ্বারা। কিন্তু এই ওষুধগুলি বিশ্বে অনেক গর্ভবতী মায়ের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

মায়ের থেকে শিশুর শরীরে রোগসংক্রমণের আর এক পথ হল মায়ের স্তন পান করা। স্তন পানের পরিবর্তে অন্য কিছু দেওয়া এবং তাদের বোঝাবার জন্য সঠিক শিক্ষার অভাব। এই সমস্যা আরও বেড়ে যায় যখন দারিদ্র অস্বাস্থ্যকর বাতাবরণের বা অপরিষ্কার পানীয় জলের সঙ্গে যুক্ত হয়। অনেক সময় ডাক্তার দ্বিধা বোধ করে স্তন পান করাবার বিরুদ্ধে কথা বলতে যখন তারা জানে যে গুঁড়ো দুধ অপরিষ্কার জল দিয়ে তৈরি হয় যা একজন নবজাতকে মেরে ফেলতে পারে, যা স্তন পান থেকে রোগ

ch04-061.qxd 1/20/2007 10:11 PM Page 35

সংক্রামনের চাইতেও অনেক বেশি।

নবজাতকদের এইচ আই ভি সংক্রামন নিবারণের লক্ষ্য প্রধান। কিন্তু নীতি প্রস্তুত কারীরা মায়ের জীবন যাত্রার উপরে প্রাধান্য দিতে চায় না। তেমনই আবার জাতীয় তহবিলে প্রচুর অর্থ এবং জাতীয় শক্তির দরকার এইচ আই ভি অনাথদের সেবার জন্য। যদি তাদের বাবা মায়ের অসময়ে মৃত্যু হয় UNAIDS/WHO এর হিসাব অনুসসারে ১৫.২ মিলিয়ন এইড্স অনাথ বিশ্বে ২০০৫ সালে। ১২.৬ মিলিয়ন ২০০৩ সালে।

তারা এও ভুলে গেছে যে সব মহিলারা গর্ভবতী নয় অথচ এইচ আই ভি পজিটিভ। এইচ আই ভি এইড্স এর সেবায় এই বৃহৎ সংখ্যায় মহিলারা অলক্ষ্যেই থেকে যায়।

সমাজের বোঝা

স্বাভাবিক ভাবেই মহিলা এবং কিশোর বা যুবতীর ওপরেই পরিবারের সেবা ও শুশ্রূষা বা যত্নের ভার থাকে। পরিবারে সকলকে দেখা শোনার ভার তারাই বহন করে। অনেক অবস্থাতে সেগুলো সম্ভব হয় তাদের শিক্ষা লাভের বিনিময়ে অর্থাৎ তাদের কর্ম নৈপুন্য এবং আর্থিক স্বাধীনতা লাভের উপায় থেকে বঞ্চিত হয়ে। এর সাথে জড়িত আছে স্বাধীনতা কম সচেতনতা এগুলির থেকে তারা এইচ আই ভি পজিটিভের মত রোগ সংক্রামণে সহজ শিকার হতে বাধ্য হয়।

চিকিৎসার বৈষম্য

মহিলারা সাধারণতঃ চিকিৎসার ক্ষেত্রে পিছনেই থাকে। যদি স্বামী, স্ত্রী দুজনেই এইচ আই ভি পজিটিভ থাকে তবে এটা দেখা গেছে স্বামী খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্ত্রীর চেয়ে বেশি যত্ন এবং পুষ্টিকর খাবার পায়।

স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীকে যখন স্বামী গৃহ থেকে বের করে দেওয়া হয় তখন তাকে চিহ্নিত করা হয়। সমস্ত শক্তি সে স্বামীর শুশ্রূষায় দিয়েছে। এই ধরণের বৈষম্যের জন্যও এইচ আই ভি এইড্স ছড়িয়ে যায়। শরীরে এইচ আই ভি রোগের সংক্রামণের লক্ষণগুলি থেকেও দেখা গেছে পুরুষের চেয়ে মহিলারাই বেশি কষ্টভোগ করে। তার মধ্যে একটি হল ভিক ইনফ্লামেশন যার থেকে সারভাইক্যাল ক্যানসার হবার ঝুঁকিও থাকে। তখন মেয়েদের ART দিয়ে চিকিৎসার প্রয়োজন থাকে। কিন্তু তারা অনেক সময় সহ্য করতে পারে না।

মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করে

সমকামী অথবা মহিলারা মহিলাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করে। বিশ্বে এইচ আই ভি এইড্স এর জগতে এরা অদৃশ্য। পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে কিন্তু তাদের মহিলা যৌন সঙ্গী সম্বন্ধে কেউ কোন কথা বলে না। এই সংক্রামণের ঝুঁকি দেখা যায় মেয়েদের ভ্যাজাইনাল তরল পদার্থ এবং মাসিকের রক্তস্রাবের মধ্যে দিয়েই। সমকামীদের মধ্যে এই রোগের সংক্রামন হয় না একথা সত্য নয়।

CDC এরকম কয়েকটি ঘটনার কথা ধরতে পেরেছে, যেখানে এইচ আই ভি সংক্রামন ঘটেছে সমকামী মহিলাদের মধ্যে কিন্তু এর সংখ্যা কম।

১৯৯৯ সালেই প্রথম সিডিসি মহিলা থেকে আরেক মহিলাদের সংক্রামনের ঘটনার সমীক্ষা শুরু করেছে, যখন এইচ আই ভি এইড্স এপিডেমোলজি সমীক্ষা এইচ আই ভি পজিটিভ মহিলাদের জন্য তথ্য প্রকাশ করে যে প্রায় শত করা ১৮ জন মহিলা সমকামী আরেকটি গবেষণায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ পরীক্ষা চালায়, সমকামীরা যারা ইনজেকশান এর মাধ্যমে মাদকদ্রব্য আসক্ত তাদের ঝুঁকি কি বহুগামী এবং মাদকদ্রব্য আসক্ত মহিলাদের থেকে বেশী।